০৩-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের জন্য যোগ চুল্লি সবথেকে দামি, কেননা এই চুল্লিতেই সমস্ত বিকর্ম নষ্ট হয়"

প্রশ্ন :- কোন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সৃষ্টির বীজ ও বৃক্ষের জ্ঞান স্পষ্ট ভাবে স্থিত হতে পারে ?

উত্তর:- যারা বিচার সাগর মন্থন করে। বিচার সাগর মন্থনের জন্য অমৃতবেলার সময় সবথেকে ভালো। অমৃতবেলায় উঠে বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের অজপা জপ চলতে থাকুক। সুক্ষ্ম বা স্থূল ভাবেও শিববাবা শিববাবা উচ্চারণ করার দরকার নেই। বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে।

ওম শান্তি। অলৌকিক পিতা আত্মাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বসে বোঝান । বাবা বলছেন আমার শরীর হলে তবেই আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে পারি । তোমরা এটা এই ভাবে বোঝো 'আমিও আত্মা, এই শরীরের মাধ্যমে শুনছি' । এই জ্ঞান ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। যেমন বাবার কাছে ধারণ করা আছে। আত্মার বুদ্ধিতে ধারণা থাকে । তোমাদের বুদ্ধিতেও এমন ধারণা থাকা উচিত যেমন বাবার বুদ্ধিতে আছে । বীজ ও বৃক্ষ - বোঝানোটা তো খুব সহজ । মালির জানা থাকে, কোন বীজ পুঁতলে কত বড় বৃক্ষের জন্ম হবে । ব্যাস বাবাও এইভাবেই বোঝান, এটা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করতে হয় । যেমন আমার বুদ্ধিতে আছে, তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । সেটা তখনই থাকবে যখন বিচার সাগরে মন্থন হবে । সকাল বেলাটা বিচার সাগর মন্থন করার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত । সেই সময় কোনো কাজকর্ম থাকে না । ভক্তিও মানুষ সকালেই করে । এখানে-ওখানে যায় বা কেউ বসে নাম জপ করে, বা কেউ বসে গান গায়, কেউ আওয়াজ করে, কেউ মনে-মনে রাম-রাম জপে । এটা ভক্তির অজপা। কেউ-কেউ মালা জপ করে । কিন্তু তোমাদেরকে শিব-শিবও বলতে হবে না । ভক্তিতে লোকেরা যা করে সেটা জ্ঞান মার্গে হবে না। অনেকের অভ্যেস হয়ে রয়ে গেছে শিব-শিব স্মরণ করার। তোমরা না তো সুক্ষ্ম ভাবে এ স্থূল ভাবে শিব-শিব জপ করবে । তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের বাবা এসেছেন । কোনো শরীরেই আসবেন । ওঁনার নিজের তো কোনো শরীর নেই । উনি পুনর্জন্ম রহিত। পুনর্জন্ম মানুষের সৃষ্টিতে হয় । লক্ষ্মী-নারায়ণ, বিষ্ণুর দুই রুপ।

দেব-দেব মহাদেব বলে । ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিজেদের মধ্যে কানেকশান আছে । শঙ্করের কোনো কানেকশান নেই, তাই ওনাকে বড় রাখা হয় । ওঁনার (শিব বাবার) পুনর্জন্ম নেই, উনি (শংকর) সুক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হন । শিববাবার সুক্ষ্ম শরীরও নেই তাই তিনি উঁচুর থেকেও উঁচু। উনি হলেন বেহদের পিতা। বাচ্চারা জানে বেহদের পিতার কাছ থেকে বেহদের সুখের উত্তরাধিকার পাই। পিতার শ্রীমতে সম্পূর্ণ ভাবে চলতে হবে। যারা নিজেরা স্মরণ করে এবং অন্যদেরকেও স্মরণ রত রাখে,তারা সাহায্যকারী। বাবা ও তাঁর সম্পদকে মনে রাখতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন - তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। স্বল্প সময় হাতে আছে। নাটকেও অভিনেতারা জানে আর আধ ঘন্টা বাকি আছে, তারপর আমরা বাড়ি ফিরবো। ঘড়ি দেখতে থাকে। তোমাদের বেহদের বিশাল বড় ঘড়ি আছে। বোঝানো হয়েছে, এবার গৃহে ফিরতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে। আর কোনো শাস্ত্রে এতো সহজ যোগ নেই। তারা তো অনেক হঠযোগ করে, অনেক পরিশ্রম করে, যেটা তোমরা মায়েরা করতে পারবে না। তোমাদেরকে

হঠযোগীদের মতন আসনাদি করতে হবে না। হ্যাঁ, সভায় ভালো করে বসতে হবে। তোমাদের রাজযোগ হল পায়ের উপর পা দিয়ে বসা। এই ভাবে রাজযোগে বসলে নেশা চড়বে। হঠযোগে দুই পা একটা অন্যটার উপরে চাপায়। বাবা তোমাদের কষ্ট দেন না। তবে সামান্য অন্তর রাখা উচিত, সাধারণ ভাবে বসায় এবং যোগে বসায়। তোমরা রাজযোগ শিখছ। তাই এমন ভাবে বসতে হবে যাতে লোকেরা বোঝে তোমরা রাজযোগে বসে আছ। এটা আমাদের রাজকীয় বসার ভঙ্গি। তোমরা বেহদের বাবার দ্বারা রাজাদের রাজা হয়ে উঠছো। এমন বাবাকে ক্ষণে-ক্ষণে স্মরণ করতে হবে। সত্যযুগে বাবাকে স্মরণ করা হয় না। নিজেকে করা হয়।কলিযুগে না নিজেকে জানে না বাবাকে জানে। কেবল বাবাকে ডাকে। এখন তোমরা ভালো ভাবে বুঝে গেছো। আর কেউ এমন নেই যারা বোঝে যে বাবা বিন্দুস্বরূপ। বলে অতি সূক্ষ্ম, আবার বলে হাজার সূর্যের চেয়েও ভাস্বর। তাহলে তো ব্যাপারটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হল না । যখন বলে নামরূপহীন, তাহলে হাজার সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল কীভাবে বলা যায় ? আগে তোমরাও এমনটাই বুঝতে। বাবা বলেন নাটকেই লেখা আছে, এই ব্যাপারটার বোধ দেরিতে হবে। সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্ম গুহ্য কথা বুঝে তারপর বোঝানো হয়। এমন কথা যেন মনে না আসে যে আগে ঈশ্বরকে হাজার সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল বলা হতো তাহলে এখন বিন্দুস্বরূপ কেন বলা হয় ? যখন আই. সি. এস এর জন্য পড়বো তখনই তো আই. সি. এস এর কথা বলব, ,আগে কি ভাবে বলবো ? এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ড্রামা অনুসারে বাবার তখনই যখন বোঝানোর দরকার তখনই বোঝাবেন । এর পরেও না জানি আরো কত কি বোঝানো হবে! কেননা পিতার প্রভাব তো প্রকাশিত হবেই। যেমন তোমাদের আত্মা তেমনই ওঁনার (পরমাত্মার) আত্মা। তিনি পরমধামে থাকেন। তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। যখন এখানে আসেন, জ্ঞান বিতরণ করেন।

বাবা বলেন দুনিয়া যখন পতিত হয়, তখন আমি তাকে পবিত্র করতে আসবো। আমাকে ডাকেও এই বলে - হে পতিত-পাবন, হে দুঃখ হরণকারী, হে সুখ -কর্তা এসো। উনি তো সঙ্গমেই আসবেন। রাত্রি শেষেই দিন হবে। পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হবে। কর্মাতীত অবস্থা শেষে হবে। তোমাকে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে হবে, গৃহত্যাগ করবে না। শরীর নির্বাহ করার জন্য সব কিছু করেও পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকবে। দেবতারা সবসময় পূর্ণ পবিত্র। কিন্তু কখন এবং কি করে হবে ! নিশ্চয় পুরুষার্থ করেছিলে তাই প্রারব্ধ লাভ করেছো। পুরুষার্থ অনুসারেই প্রারব্ধ হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন প্রারব্ধ, এটা তো চলতেই থাকে। এখন কর্ম শেখানোর জন্য তোমরা বাবাকে পেয়েছ। তাঁকে ভালো ভাবে স্মরণ করা উচিত। তোমরা হলে দত্তক নেওয়া বাচ্চা।মাড়োয়াড়িদের মধ্যে অনেক দত্তক নেওয়া হয় । তোমরাও দত্তক প্রাপ্ত। তোমরা এঁনার (ব্রহ্মা বাবার) গর্ভ-জাত নও। দত্তকে দুই পিতাই স্মরণে থাকে। এটাও জানে আসলে আমি কার ছিলাম। এখন এনার কোলের সন্তান হয়েছো। তোমরাও জেনেছ আমরা কার ছিলাম এবং কার হয়েছি। আমরা পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা দত্তক নেওয়া বাচ্চা, উনি স্বর্গের রচয়িতা। ওনার রচনা কত দিন ধরে চলে ? অর্ধেক কল্প। রাবণ নরকের নির্মাতা, তার রাজত্বও অর্ধ কল্প থাকে । সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয় । এটা বোঝার ব্যাপার । যদি কিছু বুঝতে না পারো তাহলে জিজ্ঞাসা করাও উচিত । যখন সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয়,তখন বলে দান করো .....চাঁদকে মাতা-পিতা বলা হয় । এখানেও পুরুষ নারী দুজনেই গ্রহণ গ্রস্ত হয়, তখন বলে পাঁচ বিকারের দান দাও । সেখানে তো বছরে দু-তিন বার গ্রহণ লাগে । এখানে তো কল্পের ব্যাপার । বাবা একবারই এসে দান নেন । মানুষ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেছে । এটা হল লৌহ যুগ । আসল সোনা বিবর্ন হলে কালো হয়ে যায় । নতুন বাড়ি, পুরানো বাড়ি ।

নবজাতক ও বৃদ্ধের মধ্যে অন্তর তো হবেই । ছোট বাচ্চাদের কত মিষ্টি ও প্রিয় মনে হয় । সবাই তাকে চুম্বন করে । কোলে বসায় । পুরানো শরীর জরাগ্রস্ত হলে বলে শরীর ত্যাগ হলে ভালো হয় । বেশি কষ্ট কেন সহ্য করবে । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে । এখানে আমরা অসুস্থকে মরতে দিই না, তাহলেও যতটুকু শোনে ততটুকুই ভালো । শিববাবা ও তাঁর স্নেহ-সম্পদকে স্মরণে রেখো । রোগ যন্ত্রনায় সব ভুলে যায়। যার যেমন মনোভাব তা সামনে এসে যায় । তোমাদের শেষ অবস্থায় এক তোমাদের বাবা ছাড়া কেউ নেই । তাহলে অন্য কাকে স্মরণ করছো । বাবা বলছেন আমি ছাড়া কারও স্মৃতি যেন মনে না আসে । গীতও আছে শেষ কালে যদি স্ত্রীকে স্মরণ করে.... গোটা শ্লোক উগরে দেয়, অর্থ কিছুই বোঝে না । পুরোটাই সঙ্গম যুগের কথা কিন্তু ভক্তি যুগে গায় । এই সময় তোমরা বাবা ও তাঁর সম্পদ মনে রাখবে । শ্রীনারায়ণ তোমাদের প্রারব্ধ, তাই এর অর্থ তোমাদের বুদ্ধিতে নিশ্চয় থাকা উচিত । অর্থ ছাড়াই খুব মনে করে । পরে যার প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকে, সে-ই মনে পরে । খুব সতর্ক থাকা উচিত । তোমাদের একমাত্র পিতাকেই স্মরণ করতে হবে ।

পিতা বলেন -মন্মনাভব। তোমরা বাচ্চারা বলো, বাবা আমরা প্রতি কল্পেই মিলিত হই । এই জ্ঞান আমরা আপনার কাছ থেকে মধুবনে এসে পাই । এটা হল বশীকরণ মন্ত্র । সৎগুরু তাই তোমাদেরকে এমন মন্ত্রই দেন যাতে তোমরা অমরত্ব প্রাপ্ত হও । এ হল মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার মন্ত্র । তুলসিদাসও এর উপর গীত গেয়েছেন, চন্দন ঘসে তুলসিদাস..... এটাও এখনকার গীত যা পরে গাওয়া হয় । বাচ্চারা, তোমরা রাজটিকা লাভ করো - বাবা ও তাঁর সম্পদ স্মরণ করার ফলে । বাবা ও তাঁর বাদশাহীকে স্মরণে রেখে দেহ ত্যাগ করলে, রাজটিকা লাভ করবে । একজনই পাবে তা নয় । ১০৮ এর মালা আছে আবার ১৬ হাজার ১০৮ এর মালাও আছে ।

এখন তোমাদের কেবল মাত্র সঠিক ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয় - তোমার মতি-গতি তুমিই জানো । ঠিক বলা হয় । উনিই সদগতি দাতা, তাই উনিই জানেন । আগে অর্থ ছাড়াই গাইতো । সেটাকে অনর্থ বলা হয় । কিছু মাত্র প্রাপ্তি নেই। মানুষ দান-পুণ্য করতে- করতে নিচে নামতেই থাকে । প্রাপ্তি কিছুই নেই । আসুরি মতে সব অনর্থ হয়ে গেছে । ইনিও আগে নারায়ণের পূজা করতেন, এখন পুনরায় বাস্তবিক অর্থে পূজারী থেকে পূজ্যতে রূপান্তরিত হচ্ছ। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের শিববাবা পড়ান । এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে। তা না হলে বিকর্মের বিনাশ হবে না । এই যোগের চুল্লি অত্যন্ত মূল্যবান । মুক্তিও পাওয়া যায় । কেউ-কেউ বলে আমাদের মনের শান্তি চাই, কিন্তু আগে বলো তোমাদের অশান্ত কে করলো ? নিশ্চয় আগে শান্তি ছিল । এখন অশান্ত হয়েছ, তাই শান্তি কামনা । পুরো দুনিয়াতেই শান্তি চাই । একজনের শান্তিতে কিচ্ছু হবে না । একজন শান্তি পেলে কি গোটা দুনিয়ায় শান্তি হবে ? অশান্তি কে করেছে? বোঝানো হয় শান্তি ধাম, সুখধাম এবং এটা হল দুঃখধাম । সুখধামে খুব অল্প মানুষ ছিল । সেই সময় অন্য সব আত্মারা শান্তিধামে ছিল । তোমরা সেখানেই শান্তি পাবে । এখানে পাওয়া যাবে না । এখানে তো দুঃখ ধামই আছে । দুঃখে অশান্তি হয়। এটা তো কাউকে বোঝানো খুব সহজ । সুখ ও শান্তির অধিকার কেবল বাবা-ই দিতে পারেন । সত্য যুগে সুখ ও শান্তি দুই-ই আছে । এখানে আত্মা চায় মন শান্ত হোক । তো তোমরা তোমাদের আসল গৃহ পরমধামে যাও । কিন্তু পতিতরা তাও যেতে পারে না, তাই বাবা বোঝাচ্ছেন আমাকে স্মরণ করো, তাহলে শেষ সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হবে । বাবা এবং তাঁর অধিকারকে স্মরণ করো ।

কিন্তু মায়া এমনই জিনিস যা পবিত্র থাকতে দেয় না । দেখো, অবলাদের উপর কত অত্যেচার হয় ¡ বিষ ছাড়া থাকতে পারে না । বাবার কাছে নানা রকম খবর আসে । সব থেকে বড় মহাশত্রু হল কাম । বাবা বলেন, বাচ্চারা বিষ ত্যাগ কর, মুখ কালিমালিপ্ত কোরো না । তা এরা বলে চেস্টা করবো । এটা হল বিষ। আদি,মধ্য, অন্ত দুঃখ দেয় । কিন্তু কপালে নেই তাই শোনেই না । আত্মাদের, বাবা বসে বোঝান - আজ থেকে আর বিকার নয়, বাচ্চারা মুখ নিচু করে নেয় । আরে কাম হল মহা শত্রু । এটা মোটেই ভালো নয় । এটা হলো ভিসস (পাপের) ওয়ার্ল্ড, সকলেই পতিত । সত্য যুগে সকলেই নির্বিকারী । আচ্ছা !

মাতা-পিতা এবং বাপদাদার, কল্প বা পাঁচ হাজার বছর পর মিলিত হওয়া মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের সকলকে মাতা-পিতা পরমপিতা ও বাবার ভালোবাসা ও গুডমর্নিং। অলৌকিক বাবা অলোকিক বাচ্চাদের জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সময় খুব অল্প, তাই পুরোপুরি ভাবে বাব সহযোগী হয়ে থাকতে হবে। বাব এবং তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণে রাখতে হবে এবং অন্যকেও স্মরণ করাতে হবে।

২) শেষ সময়ে যাতে একমাত্র বাবার স্মৃতিই থাকে তার জন্য মনের প্রীতি কেবল বাবার প্রতিই রাখতে হবে। বাবা ছাড়া যাতে আর কারো স্মৃতি মনে না আসে তার জন্য সাবধান থাকতে হবে।

বরদান :- রুহানী এক্সারসাইজের দ্বারা ওয়েট (বোঝা) কম কারী সমান এবং সমীপ ভব

রুহানি এক্সরসাইজ অর্থাৎ এখনই নিরাকারী, পরেক্ষণেই ই অব্যক্ত ফারিস্তা,আবার সাকারী কর্মযোগী। এখনই আবার বিশ্ব সেবাধারী। এমন এক্সারসাইজ রোজ করলে ব্যর্থ বোঝা সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন বোঝা শেষ হয়ে যায় তখন প্রেমিকার (মাশুকের) মতন ডবল লাইট হলে জোড়ি দারুণ লাগবে। যদি প্রেমিক হালকা হয় এবং প্রেমিকা ভারী, তাহলে জোড়ি ভালো লাগে না। রুহানী প্রীতম তাঁর প্রিয়তমাদের বলছেন আমার মতন হও, সমীপ হও ।

স্লোগান :- নিজের জীবনরূপী পুষ্পস্তবক দ্বারা দিব্যতার সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়াই গুণের প্রতিমূর্তি হওয়া।